ঝিনাইদহে সাব-রেজিস্ট্রার সহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে দলিল জালিয়াতির মামলা

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার সাব-রেজিস্ট্রার ইয়াসমিন শিকদার, তিনজন দলিল লেখক, কুষ্টিয়া জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের প্রধান সহকারী ইব্রাহিম হোসেন বাবুল এবং দলিল জালিয়াতি চক্রের হোতা হাটফাজিলপুর গ্রামের ফরিদুল ইসলাম ভুন্ডুলসহ উনিশ জনের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট ১ম আদালতে দলিল জালিয়াতির ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে।

যাহার মামলা নং ৫৫৫/২২,তারিখঃ২২/১২/২০২২ ইং।ধারাঃ ৪২০/৪৬৩/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/ ৫০৬(২)পেনাল কোড। মামলার বাদী হচ্ছে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের প্রচার সম্পাদক শামীমুল ইসলাম শামীম।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, শৈলকুপা সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে ঘুষ লেনদেনকে ঘিরে গড়ে উঠেছে শক্তিশালী জালিয়াত চক্র ও কর্মচারী- দালাল সিন্ডিকেট। র্দীঘবছর ধরে জমি রেজিষ্ট্রির সকল প্রকার জালিয়াতির কাজসহ দলিল রেজিষ্ট্রি জালিয়াতি, ভূয়াপর্চা তৈরি,স্বত্তের থেকে অতিরিক্ত রেজিস্ট্রি, নামপত্তনের খারিজ খতিয়ান জালিয়াতি, দলিলের বালাম বই থেকে পাতা ছেড়া, দলিল প্রতি অতিরিক্ত অর্থ আদায়, টেম্পারিং জাল করাসহ কৌশলে প্রতারণা মুলক ভাবে দলিল রেজিষ্ট্রি জালিয়াতি করায় ভূক্তভুগি আদালতে মামলা দায়ের করেছেন। সাব-রেজিষ্ট্রার,দলিল লেখক, গ্রহীতা, দাতা, স্বনাক্তকারিদের যোগসাজশে ব্যাপক জাল-জালিয়াতি ঘুষ-বানিজ্যের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অপরাধমূলক অসদাচরণ জনিত অপরাধ সংগঠিত করে জমি রেজিষ্ট্রি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

মামলার সূত্রে জানা যায়, জালিয়াতি দলিল নং ৬০৪০/২১, ৬৩০৫/১১, ২০৭১/১৪, ১৭৫০/১০, ৬৮৪০/৬৮, ৩০৭১/২০০১, ১৫৯/২০০১, ৫৬৮৬/২০০০, ৩৫৫৭/২০০০, ৫৬৮৫/০৯ এবং দলিল নং ৫৬৮৬/০৯। এছাড়াও ভূমিদস্যু ফরিদুল ইসলাম ভুন্ডুলে দাতা হয়ে তার প্রাপ্ত সমূদয় সম্পত্তি গ্রহীতা রেজাউল ইসলামের নিকট কবলা দলিল নং ১১৩৯/৮১,রেজিষ্ট্রি তারিখঃ ২০/০১/১৯৮১ এ বিক্রয় করার পরও উক্ত গ্রহীতা ব্যতিরেখে একই জমি দ্বিতীয় বার জালিয়াতির আশ্রয়ে বিক্রয় করেছে। উক্ত ১১৩৯/৮১ নং

দলিলটি যশোর ডি.আর অফিস থেকে বালাম বইয়ের পাতা ছিড়ে ফেলা হয়েছে ব্যাপক ঘুষ-বানিজ্যের মাধ্যমে।◌্ এছাড়াও শৈলকুুপা থানায় সাব-রেজিস্ট্রারে বিরুদ্ধে দুনীতি দমন কমিশন মামলা করেন, যাহার মামলা নং ০৬/২৬০, তারিখ ১০/১১/২০১৪।

উল্লেখ: ইতিপূর্বে আসামী ফরিদুল ইসলাম ভুন্ডুলের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহের বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট ১ম আদালতে, দন্ডবিধি ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ ধারায় বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন হাটফাজিলপুর গ্রামের সাবেক ম্বেম্বর রবিউল ইসলাম জোয়ার্দ্দার। যাহার মামলা নং শৈল,সি,আর,১০৩/১২।

মামলার বাদী শামীমুল ইসলাম শামীম বলেন, আসামীগনের যোগসাজশে জাল-জালিয়াতি মাধ্যমে প্রস্তুত করে যে সকল দলিল রেজিষ্ট্রি সম্পন্ন হয়েছে তারফলে আমার সম্পত্তির মালিকানা আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যা দলিল প্রস্তুত (making a false document) করা হয়েছে। যাহার ফলে অবৈধ্য অধিকার তৈরি হওয়ায় আমার অপূরনীয় ক্ষতি হয়েছে এবং আমি আমার বৈধ অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়েছি। সুষ্ঠু বিচারের মাধ্যমে জালিয়াত কারিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা হলে দলিল জালিয়াতি দুর করা সম্ভব হবে।

আলমডাঙ্গা সাব-রেজিস্ট্রারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু, দ্রুত ট্রান্সফার করা হবে-আইন সচিব

আলমডাঙ্গার সাব-রেজিস্ট্রারে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে আইন-মন্ত্রাণালয়। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার দিকে অতর্কিত ভাবে আলমডাঙ্গায় উপস্থিত হয় তদন্ত টিম।আইন-মন্ত্রাণালয়ের মন্ত্রীর নির্দেশে আলমডাঙ্গার সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসের মহুরি ও সাধারণ জনগণের মৌখিক ও লিখিত অভিযোগ নেয় তদন্ত টিম।

জানাগেছে, বাংলাদেশের সরকারসর্ববৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা রাজস্ব আয় করে।এরই কারণে দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে সাব-রেজিষ্ট্রার নিয়োগ প্রদান করা হয়। গত কয়েক বছর পূর্বে আলমডাঙ্গা উপজেলা সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে মামুন বাবর দায়িত্ব গ্রহণ করে। শুরু হয় সাধারণ মানুষের নিকট থেকে লুটপাট।

রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের ছত্র-ছায়ায় এই লুটপাট অহরহ করতে থাকে। সরকারি ভাবে জমি বিক্রেতার খারিজ না থাকলে ক্রেতা ওই জমি কিনতে পারবে না। এছাড়াও ওই জমির কোন মালিকানাও দাবি করতে পারবে না। যা সরকারি আইন বহির্ভূত। বিক্রেতার নিকট থেকে খারিজ বিহীন কোন ক্রেতা জমি কিনলে তার নামের খারিজ হবে না। তারপরও আলমডাঙ্গা উপজেলা সাব-রেজিষ্ট্রার মামন বাবর ৫/১০ হাজার টাকার বিনিময়ে জমি রেজিষ্ট্রি করে দেয়।

সরকারি নিয়মানুযায়ী সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত রেজিষ্ট্রি কার্যক্রম চলমান থাকার কথা। সাব-রেজিষ্ট্রার মামুন বাবর সরকারি কর্মকর্তা হলেও তিনি যোগদানের পর থেকে দুপুর ২টার দিকে অফিসে আসেন এবং রাত ১০ টার দিকে চলে যান। আলমডাঙ্গা উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নের প্রত্যন্তঞ্চলের মানুষ গুলোকে পড়তে হয় বেহাল দশায়।খারিজ বিহীন জমি রেজিষ্ট্রি করতে ৫/১০ হাজার টাকা গুনতে হয়।এছাড়াও সাব-রেজিষ্ট্রারের বিরুদ্ধে একাধিক লিখিত অভিযোগ আইন-মন্ত্রাণালয়ে।আইন-মন্ত্রাণালয়ের মন্ত্রী মহাদয়ের একান্ত উদ্যেগ এবং সাব-রেজিষ্ট্রারের দুর্নীতির চিত্র গুলো জানতেই অতর্কিত ভাবে মন্ত্রাণালয়ের উপ-সচিবসহ তদন্ত টিম আলমডাঙ্গা সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে অভিযান চালায়।

সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসারের খাতা ও হাজিরা খাতা গুলোতে সকাল ৯টায় হাজির এবং বিকাল ৫ টায় ছুটি উল্লেখ থাকায় ত্রিব্য নিন্দা জানিয়ে একাধিক ব্যাক্তি তদন্ত কমিটির নিকট খোলা আলোচনা করেন। তার বিরুদ্ধে অর্পিত অভিযোগ গুলো তুলে ধরেন।

তদন্ত কর্মকর্তার নাম না প্রকাশ শর্তে তিনি বলেন,‘ আমরা আইন মন্ত্রাণালয়ের কর্মকর্তা। আলমডাঙ্গা সাবরেজিষ্ট্রার মামুন বাবরের বিরুদ্ধে একাধিক পত্রিকার কপি ও লিখিত অভিযোগ আছে। মন্ত্রী মহাদয়ের উদ্যেগে আমরা অতর্কিত ভাবে তদন্ত টিম সকাল ৯টায় আলমডাঙ্গায় পৌছায়। আলমডাঙ্গার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে মামুন বাবরের বিরুদ্ধে অর্পিত অভিযোগ গুলো মিলিয়ে দেখেছি। তাকে এখান থেকে

দ্রুত ট্রান্সফার করা হবে। মামুন বাবরের অবৈধ ভাবে উপার্জনের বিষয়েও গভির তদন্ত করা হবে।

আলমডাঙ্গার সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের মূর্তিমান আতংক দলিল লেখক বুলবুল

আলমডাঙ্গার সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের মূর্তিমান আতংকের নাম দলিল লেখক বুলবুল। তিনি সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে অফিসে পরিচিত। তিনি অফিসের কোন সরকারি স্টাফ নন। শুধু সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের খুব কাছের লোক তিনি।

দলিল লেখক হয়েও বুলবুলের ইঙ্গিতে কার দলিলে কত টাকা নেওয়া হবে, কার দলিল আগে রেজিস্ট্রি হবে এটা নির্ধারিত হয়ে থাকে। অল্প বয়সী এই বুলবুলের সামনে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ দলিল লেখকদেরও কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। প্রচণ্ড ভয়ে সবাই তাকে বড় বাবু বলেও সন্মোধন করে থাকে।

সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, আলমডাঙ্গায় মামুন বাবরের যোগদানের পর থেকে ছিন্নমূল থেকে উঠে আসা দলিল লেখক বুলবুল সাব-রেজিস্ট্রারের সুনজরে পড়ে যান। তিনি দলিল লেখা বাদ দিয়ে মামুন বাবরের সেরেস্তার পাশে তার জায়গা হয়। আর এতেই গত তিন বছরে বুলবুল লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক বনে যান। গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন আলমডাঙ্গা শহরে। কিনে ফেলেন আনন্দধাম প্রধান সড়কের পাশ ঘেষে একটি বাড়ি।

অফিস সূত্র জানায়, সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে দলিল প্রতি নানা অজুহাতে যে অবৈধ হাজার হাজার টাকা দিতে হয় তা মামুন বাবর নিজে হাতে নেন না। টাকা নেন বুলবুল। অনেকের মতে, বুলবুল দিনভর নিজের পকেটে ভরা সেই টাকার ঠিক হিসেবও দেন না। নিজের কাছেও একটি অংশ রেখে দেন। আবার সন্ধ্যার পর অফিস শেষে অবৈধ আয়ের আরও একটি অংশ পান তিনি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন দলিল লেখক জানান, গত তিন বছরে বুলবুল কাড়ি কাড়ি টাকা পকেটে ভরেছে। কিন্ত সেই অবৈধ টাকা নিয়ে অফিসের কেউ আপত্তি না তুললেও বুলবুলের হুমকি-ধামকি নিয়ে আপত্তি উঠেছে। দলিল প্রতি অবৈধ টাকা দিতে কেউ একটু কমবেশী করলে তিনি তার দলিল রেজিস্ট্রি করা থেকে বাদ দিয়ে দেন।

এরপর দিনভর বুলবুলের পেছনে ঘুরে ঘুরে দাবি অনুযায়ী টাকা দিয়ে সন্ধ্যা বাদে দলিল রেজিস্ট্রি করাতে হয়। এর হেরফের হলেই দলিল লেখকদের লাইসেন্স বাতিলের হুমকি দিয়ে থাকেন বুলবুল। বুলবুলের অত্যাচার আতংক ছড়িয়ে রেখেছে পুরো সাব-রেজিস্ট্রি অফিসজুড়ে।

সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের স্বেচ্ছাচারিতা ও দলিল লেখক বুলবুলের সীমাহীন অত্যাচারের বর্নণা শুনে এর সমাধানে এগিয়ে আসেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী। উপজেলার এই সর্বোচ্চ দুই কর্মকর্তার উদ্যেগকেও আমলে নেননি সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবর।

সপ্তাহ পার হলেও তিনি সকালের অফিস দুপুরে আবার কখনও বিকেলে আসা বাদ দেননি। উপজেলা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী অফিসার বেজায় নাখোশ হয়েছেন মামুন বাবরের ওপর। তারা আইনী পথেই হাটছেন বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন বলেন, “মামুন বাবরকে আলমডাঙ্গায় চাকুরী করতে হলে সকালের অফিস সকালেই করতে হবে। আর তা না হলে তাকে আলমডাঙ্গা ছাড়তে হবে।”

সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের দুর্নীতির ফিরিস্তি!

আলমডাঙ্গার সর্বোচ্চ দুই কর্মকর্তার পক্ষ থেকে সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরকে নিয়মিত অফিস করতে আল্টিমেটাম দেওয়ার পর অফিসের অনেকেই মুখ খুলছেন। বেরিয়ে আসছে দুর্নীতিতে আকণ্ঠ ডুবে থাকা মামুন বাবরের সব কুকীর্তির কথা। কিভাবে তিনি আলমডাঙ্গাবাসিকে কল্পনার ক্ষমতার ফানুস দেখিয়ে দাবিয়ে রাখে সেই গল্পও উঠে আসছে

নানা লোকের মুখের বর্ননায়।

প্রশ্ন উঠেছে, কি তার ক্ষমতা? কেন তিনি সকালের অফিস বিকেলে আসেন? আর প্রকাশ্যে কিভাবে দুর্নীতির টাকার ব্যাগ গুছিয়ে তিনি অফিস ছাড়েন? আলমডাঙ্গার মানুষ দেখেও কেন না দেখার ভান করে থাকেন? এরকম অনেক প্রশ্ন মানুষের মাথায় মাথায় ঘুরছে। কিন্ত এক অদৃশ্য শক্তির কারণে এর ঠিক উত্তর কেউ খুঁজে পাচ্ছে না।

সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের শক্তির উৎস কোথায় তা কেউ ঠিক মত না জানলেও তার অবৈধ আয়ের কয়েকটি খাত উল্লেখ করেছেন ভুক্তভোগীরা। সূত্র থেকে জানা গেছে, বৃহৎ আলমডাঙ্গা উপজেলার সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে সপ্তাহের তিনদিনে কমপক্ষে তিন‘শ দলিল রেজিস্ট্রি হয়ে থাকে। এরমধ্যে খারিজবিহীন প্রতি দলিল রেজিস্ট্রি করতে তিনি নেন ৬ হাজার টাকা। আবার খারিজবিহীন এই দলিলে অন্য দলিলের রেফারেন্স এলে তার প্রতি দলিল বাবদ দেওয়া লাগে আরো ৬ হাজার টাকা করে। খারিজবিহীন একটি দলিলে যদি আরো অন্য চারটি দলিলের রেফারেন্স আসে তাহলে তাকে দেওয়া লাগে ৩০ হাজার টাকা।

এছাড়া, সার্টিফাইড রেকর্ড বাদে প্রতি দলিলে তাকে দেওয়া লাগে ১ হাজার করে টাকা। সূত্র মতে, দিনের বেশীরভাগ দলিলই সার্টিফাইড রেকর্ড বাদে রেজিস্ট্রি হয়ে থাকে। অনেক দলিল রেজিস্ট্রি হয় খাজনা রশিদ বাদে। এই দলিলেও দেওয়া লাগে ১ হাজার করে টাকা।

এছাড়া, প্রায় প্রতিদিনই বাড়ির দামি জমিকে ধানি জমি দেখিয়ে কম মূল্যের দলিলে রেজিস্ট্রি করা হয়ে থাকে। আর এ ধরনের দলিলে তাকে দেওয়া লাগে মোটা অংকের উৎকোচ। সবেচেয়ে ভয়ংকর পন্থায় টাকা আদায় করেন লেট ফি নামক একটি খাতে। তিনি সকালের অফিসে আসেন বিকেলে। অথচ লেট ফি দিতে হয় দলিল লেখকদের। প্রতি দলিলে তিনি লেট ফি আদায় করেন ১শ টাকা করে।

সূত্র মতে এ ধরনের বিভিন্ন খাতের টাকা সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে টাকার ভারে ভারী হয়ে যায় ব্যাগ। তবে সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবর কারো হাত থেকে সরাসরি টাকা নেন না। টাকা হাতিয়ে নিয়ে ব্যাগ ভরে দেয় অফিসের একজন তার নাম বুলবুল। সাব-রেজিস্ট্রারের বিদায় বেলা এক স্যালুটে বুলবুলের পকেটও ভরে যায় টাকায়।

এসব কথা ছড়িয়ে বেড়ায় আলমডাঙ্গার আকাশে-বাতাসে। ঠিক এমন অবস্থায় টনক নড়েছে উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের। সময় মত অফিসে না আসা, দুর্নীতিতে ডুবে থাকা ও চরম স্বেচ্ছাচারিতার

কয়েকজন অনুগতকে সাথে নিয়ে বিরাগভাজনদের ওপর স্টিমরোলার চালাতে থাকেন। কোনদিন অফিসে আসেন আবার কোনদিন অফিসে আসেন না। গ্রাম থেকে আসা শত শত নারী-পুরুষ দিনভর অপেক্ষা করে করে শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফিরে যান। তিনি কারও কাছে জবাবদিহি করতে রাজি নন। মামুন বাবরের স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে শহরময় আলোচনা হতে থাকে। মামুন বাবরের অদৃশ্য শক্তির কাছে সবাই নত স্বীকার করতে থাকে। দিনের পর দিন চলতে থাকে এভাবেই।

এ ব্যাপারে উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন বলেন, সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের যত ক্ষমতা থাকে খাকুক। তাকে সরকারি নিয়ম মেনে অফিসে আসতে হবে। না এলে তার বিরুদ্ধে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে তার জন্য উপজেলার গেইট বন্ধ করে দেওয়া হবে।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী বলেন, সময় মত অফিসে না এলে আইনানুযায়ী সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ ব্যাপারে সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের মোবাইলে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি মোবাইল রিসিভ করেননি।